[১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি সম্বন্ধে কি জান?]

উত্তর। ধর্মীয় সংঘর্ষ হিসাবে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬৩০-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ) শুরু হলেও এই যুদ্ধের সমাপ্তির পর ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির দ্বারা সম্পাদিত বন্দোবস্ত প্রধানত ছিল রাজনৈতিক। ধর্মীয় বন্দোবস্তের দিক থেকে বিচার করলে ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল ছিল অমীমাংসিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানী পূর্বের মতোই ক্যাথলিক মতাবলম্বী থেকে যায় আর উত্তর জার্মানী প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদই রাখতে সমর্থ হয়। চার্চের সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের একটি নতুন সূত্র স্থির করা হয়। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট যে সকল সম্পত্তির অধিকারী ছিল, তাদেরই সেগুলোর মালিকানা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া ক্যালভিনের মতবাদকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম ধর্মমত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ইয়োরোপের মানচিত্র নতুন করে বিন্যাস করা। মেৎজ, তৌল ও ভার্দুন এই তিনটি বিশপ্রিকের উপর ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের দাবি এই চুক্তির দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া সম্রাটের অধীনস্থ স্ট্রাসবার্গ শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা বাদে আলসেস প্রদেশের অন্যান্য স্থানগুলো ফ্রান্সের হস্তে সমর্পণ করা হয়। আলসেস প্রদেশ ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্তির ফলে ফ্রান্স রাইন নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সমর্থ হয় এবং জার্মানীতে প্রবেশের পথ তার কাছে প্রশস্ত হয়ে ওঠে।

সুইডেন পোমারেনিয়ার পশ্চিমদিকের অর্ধাংশ লাভ করে এবং ব্রিমেন ও ভার্দেন-এর বিশপ্রিক দুটি তার হস্তগত হয়। এই সব অঞ্চলের উপর কর্তৃত্বলাভ করার ফলে জার্মানীর ওয়েজার, এলব এবং ওডার এই তিনটি নদীর মোহনা অঞ্চল সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর ফলে সুইডেন জার্মান ডীট (Diet)-এর সদস্যপদ লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি ইয়োরোপের উপর সুইডেনের প্রভাবের চরম পরিচয় বহন করে।

সুইজারল্যান্ড এবং ওলন্দাজদের বাসভূমি নেদারল্যান্ড ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির সময় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন রাজ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

জার্মানীতেও ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির দ্বারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। ইলেকটরীয় মর্যাদাসহ ব্যাভেরিয়া আপার প্যালাটিনেট রক্ষা করার অধিকার লাভ করে। আপার প্যালাটিনেট-এর একটি অংশ উদ্ধার করে প্যালাটিনেট-এর ইলেক্টরের পুত্রকে দেওয়া হয় এবং তাঁর জন্য অষ্টম ইলেক্টরেট গঠন করা হয়। ব্রান্ডেনবার্গের ইলেকটরেট পোমারেনিয়ার একাংশ লাভ করেন এবং পোমারেনিয়ার অবশিষ্টাংশের উপর দাবি ত্যাগ করার জন্য তিনি একটি বিরাট অঞ্চল এবং গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগডেবার্গ শহরটি লাভ করেন।

ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের ফলে পবিত্র রোমান সম্রাটের রাজনৈতিক অধিকার অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। সম্রাটের সম্মতি এবং অনুমোদন ছাড়াই পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলো অন্য যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন ও মিত্রতা স্থাপনের সুযোগ লাভ করে। এর ফলে জার্মানী সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং যে সামান্য রাজনৈতিক ও জাতীয় ঐক্য জার্মানীতে ইতিপূর্বে অবশিষ্ট ছিল তাও ধবংস হয়ে যায়। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের ক্ষমতা ন্যূনতম হয়ে পড়ে এবং আনুষ্ঠানিক পদমর্যাদা ছাড়া সব ক্ষমতাই তাঁর লুপ্ত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তির ফলে জার্মানী কোন প্রকার জাতীয় ঐক্য ও বিশেষ পরিচয়হীন একটি শিথিল যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়।

Scanned with CamScanner

উত্তর। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের সম্পাদিত ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তিকে ইয়োরোপের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ধর্মীয় যুদ্ধ ও রাজনৈতিক আগ্রাসন যুগের মধ্যে বিভাজক রেখা হিসাবে ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তিকে অভিহিত করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে ধর্মীয় বিরোধ বিভিন্ন জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই তা বিভিন্ন রাজবংশের পক্ষ থেকে প্রাধান্য স্থাপনের এবং উপনিবেশ সম্প্রসারণের বিরোধে পরিণত হয়। এই যুগ সন্ধিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়—ধর্মীয় যুদ্ধরূপে এর সূচনা হলেও

Scanned with CamScanner

ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি বহুসংখ্যক আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যে এই চুক্তি ইয়োরোপের আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে বলে বর্ণনা করলেও তা অত্যুক্তি হবে না। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়োরোপের রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠন এবং ভৌগোলিক বন্দোবস্ত ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বিভিন্ন শক্তির অবস্থান সম্পর্কে এই সময় যে সব পরিবর্তন করা হয় তার মধ্যে ইয়োরোপের ইতিহাসের ভবিষ্যৎকালের জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। পবিত্র রোমান সম্রাটের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও অবনতির সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা শুরু করে। এইভাবে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হওয়ার সময়ই ফ্রান্সের অভ্যুত্থান শুরু হয় এবং রাইন অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ব্রান্ডেনবার্গ-এর শক্তিবৃদ্ধির ফলে পরবর্তীকালের প্রাশিয়া রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রাশিয়াই এক শতাব্দী পরে জার্মানীর মানচিত্র থেকে অস্ট্রিয়াকে বহিষ্কৃত করে। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গগণ জার্মানীতে গুরুত্ব হারাবার পর রাইন অঞ্চল হস্তচ্যুত হওয়ার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দানিয়ুব অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করে। এর ফলেই দানিয়ুব অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হওয়া ছাড়াও আরও পূর্বদিকে তুরস্ক রাজ্যের কোন অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। এইভাবে ওয়েস্টফেলিয়ার বন্দোবস্তের মধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমস্যার সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলো পরবর্তীকালে ইয়োরোপের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করতে শুরু করে। ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি অনুসারে মূলত সমতাভিত্তিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের উৎপত্তি ঘটে। ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তিই স্থির করে দেয় যে, ইয়োরোপের সাধারণ আইন কূটনীতিবিদ্‌গণ ও রাষ্ট্রপুতদের সম্মেলনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হবে।

আন্তর্জাতিক আইন গড়ে ওঠার ব্যাপারেও ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের দান অপরিসীম। যুদ্ধকালীন নৃশংসতা এবং আদিম বর্বরতা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিবেকদংশন করতে শুরু করে। সুতরাং যুদ্ধের সময় অসামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা, নির্যাতনের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ, লুণ্ঠন এবং অন্যান্য অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের চেষ্টা শুরু হয়। এর ফলেই আন্তর্জাতিক সংক্রান্ত বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল গ্রোটিয়াস রচিত "on the law of war and peace"।

Scanned with CamScanner